পরাজয়

মোঃ আবদুল খালেক

কতবার হয়েছি বিনীত হাতজোড়, রেখে বুকের মাঝে
ঠেকায়ে হাতের তালুতে তালু, দৃষ্টি মাটিতে, ভিজানো কপোল
ছেড়ে রাজবাস, শব্দশূন্য আকুতিতে শুধু এবারে ক্ষমা-
তোমাকে ছেড়ে হবনা বিহ্বল মত্তখেলায় শ্বাপদসংকুল কোলাহলে
পদভাড়ে মাড়াবোনা সবুজ ঘাস,হবনা রোদমাখানো বাতাসের
ব্যথা
নিন্দায় শহরময়, ধোকাবাজ ,আয়নায় হব দেহনিষ্পাপ জলছবি।
অকৃত্রিম বিশ্বস্ততা বাস করবে নিবাসিত নিরাপদ প্রকোষ্ঠে
যেখানে সূতানটি সাপও টের পাবেনা পরিশ্রুত শ্বাসছিদ্রের,
গোলাপ স্বচ্ছ পানিতে মুছে নেব শরীরের সমল পাপরাজি
অচেনা একাকার তোমাতে, বিদায় আমিত্ব সুদূর।

তোমার অংগীকার আবাসনে হাওয়ায় খেলে আলোছায়া
দিবারাত্রি হাসে সূর্যের বলয়,হাতছানিতে রংধনু মেলা,
নীল মৃদুলা চোখ ডাকে মধু পেয়ালায়-প্রলুব্ধ ভোরের হাওয়া
ডেকে আনে ঘুমের বাসর, তোমাকে ভুলায় নিরুত্তোর চোখ।
কি রঙ্গে সাজানো এখানে -জলে ফোটে মায়া,আদরবিচ্ছেদ
রিপুর বন্যায় তৃপ্ত ইন্দ্রিয় - পরিপূর্ণ ফাঁকিতে বেহুতাস,
মরি লাজে রূপে রসের বানে, হৃদয় ঘরে প্রতিজ্ঞা হোচট
চাতুরি ডালপালা বেড়ে উঠে আবরণে ক্ষমঃ নিরন্তর।

হে রাজাধিরাজ—ছলচাতুরি, জারিজুরি আছন্ন দেহে
পথভোলা অকৃতজ্ঞ, ভূলুণ্ঠিত সিংহদুয়ারে সম্বিৎ হারা,
গ্যামা রশ্মি কিংবা আরও শক্তিবানে রূহ কর আলোকিত,
বিদায় দুর্ভাগ্য চাতুরি, গ্রহন কর নিষ্কলুষ অনুশোচনা অঞ্জলি।
বারবার ফিরে আসি,বারবার আবডালে চোখের জলে ভাসি
তোমার ক্ষমার অহংকার ভিজায় চিত্ত দিবানিশি রাশিরাশি।

০৭/০২/২০০৭